শ্রীশ্রীব্রজানন্দ ভজন

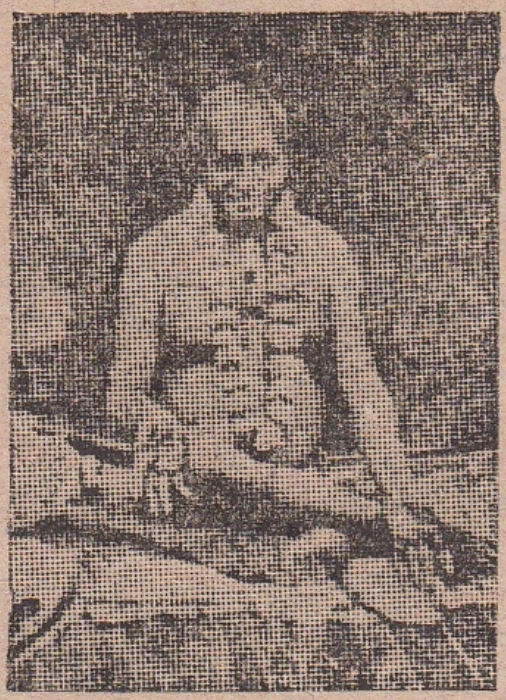

দক্ষিণা ১০ পয়সা

সন্ধ্যা আরতি

ব্রজানন্দের আরতি দিব মায়েরা মিলিয়া
আরতি বরন ডালা লও মাথে তুলিয়া ॥
অগুরু চন্দন চুয়া আন গো মিলিয়া
প্রভুর চরণে দিব অঞ্জলী ভরিয়া ॥
অলকা তিলকা দিব শ্রীভালে আঁকিয়া
মকর কুন্তল দিব কর্ণেতে দুলাইয়া ॥
বাজু বালা পরাইব যতন করিয়া
মোহন বাঁশরী দিব শ্রীকরে তুলিয়া ॥
সোনার মুকুট দিব শিরেতে তুলিয়া
ময়ূরের পুচ্ছ দিব যতনে সাজাইয়া ॥
নীল পীত বসন প্রভুকে পরাইয়া
কটি তটে কিঙ্কিনী দিব গো বাধিয়া ॥
রাঙ্গা চরণে নুপুর দিব প্রেম ডোরেতে বাধিয়া
তুলসী চন্দন দিব প্রেম ভক্তি দিয়া ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইব মায়েরা মিলিয়া
মনোসাদে মালা গেঁথে দিব গো পরাইয়া ॥

এখন ভুবন মোহন রূপ হের গো আসিয়া
জীবন সফল কর রূপ নেহারিয়া ॥
ধূপের আরতি দিব চৌদিকে ঘুরিয়া
ঘৃতের পঞ্চদশী দিব অন্তরে জ্বালিয়া ॥
কর্পুর জ্বালিয়া মোরা রহিব চাহিয়া
ব্রজরাজ কি করবেন কৃপা পাতকী জানিয়া ॥
শঙ্খ আদি বিল্বপত্র পুষ্প চন্দন দিয়া
চামর দুলাব মোরা যত ব্রজঙ্গনা ॥
ব্যঞ্জন লইয়া হাতে চরণ সেবিব
অন্তিম কালেতে প্রভু করুনা করিও ॥
কৃপার ভাণ্ডারী প্রভু দিও পদ ছায়া
ভক্তি হীন শক্তি হীন পাতকী জানিয়া ॥

—:—

লুটের ভজন

লুট পড়লো লুট পড়লো লুট পড়লো রে
ব্রজানন্দের প্রেমের হাটে লুট পড়লো রে ॥
ভক্ত বৃন্দ যত ছিল ছুটে এলো রে
ব্রজানন্দের প্রেমের হাটে মিলিল রে ॥

নামের সন্দেশ নামের চিনি লুট পড়লো রে
রসিক যারা ছিল তারা লুটে নিল রে ॥
চিনির মুণ্ডা ফুল বাতাসা লুট পড়লো রে
ভক্ত বৃন্দ যত ছিল লুটে নিল রে ॥
পাপী তাপী যত ছিল উদ্ধারিল রে
কারো কারো ভাগ্য দোষে পড়ে রইল রে ॥
প্রেমানন্দে বল সবে ব্রজানন্দ হরে
যাবে যদি ব্রজধামে ছুটে এস রে ॥

—:—

আয় সবে মিলে ব্রজানন্দ বলে
দু'বাহু তুলে নাচি গাই,
ব্রজানন্দ মোর ব্রজের ও কানাই
দেখবি যদি সবে আয় ছুটে ভাই ॥
লইবে স্মরণ রাতুল চরণে কৃপা
যদি করেন ব্রজের কানাই,
গোলক বিহারী ব্রজানন্দ হরি
হয়েছেন ভিখারী ডোর কৌপিন পরী ॥
পাপী উদ্ধারিতে প্রেম বিতারিতে
কাঙ্গালের সাজে সেজেছেন কানাই,

দুহাত তুলিয়া দিতেছেন অভয়
তথাপি ও মোরা হই না নির্ভয় ॥
ভক্তি বিশ্বাস হীন পাতকী আমরা
কেবল মায়া মোহে নাচি গাই ॥
রাতুল চরণে প্রার্থনা জানাই ভক্তি
বিশ্বাস টুকু দিও হে কানাই
তব শ্রীচরণ তরী ভরসা করি ভক্তি
বিশ্বাস যেন ফিরিয়া পাই ॥
পাঁজী মনরে আমার কথা শুন
এদিক ঐদিক ছুটাছুটি মন
আর কত কাল করবে বল
তোমার জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
আর কত কাল ছুটবে বল ॥ (ধৃঃ)
করজোরে বিনয় করি
মন তুমি স্থির হয়ে বস
গুরু কল্প তরু মূলে
কাতরে প্রার্থনা কর ॥ (ধৃঃ)
তোমার দুটি পায়ে ধরি মন
এথা সেথা যেয়ো নাকো

ওরে গুরু আরোধিত মন্ত্র
নিরলে সাধনা কর ॥ (ধৃঃ)

হৃদি পদ্ম সিংহাসনে
(তাঁরে) বসাইয়া পূজা কর

তুমি লোক দেখানো পূজা করে
আর কত কাল ঠক্‌বে বল ॥ (ধৃঃ)

নিরলে নিবৃত্তে বসে
ব্রজানন্দ বলে ডাক,

যদি তাঁর কৃপা বারি হয় বরিষন
প্রেমানন্দে ভেসে যাবো (ধৃঃ)

নামে প্রেমে মাতোয়ারা
যদি তুমি হয়ে থাক,

তবে ভয় কিরে তোর অকুল পাথার,
পদ ব্রজে পার হইব

পাজী মনরে আমার কথা শুন ॥

প্রমীলা সুন্দরী দাস।
২৩ শে শ্রাবণ, ১৩৭০

ব্রজানন্দ হরে ব্রজানন্দ হরে,
হরে ব্রজানন্দ এস হৃদ্ মাঝারে ২
পতিত পাবন ত্রিতাপ নাশন,
ভব পারের কাণ্ডারী ব্রজানন্দ হরি ২
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি আসন
তোমারি দেওয়া মুখে তোমারি গুণগান
তোমারি হৃদাসন তোমারি কারণ
রেখিছি পাতিয়ে 'লও দখল করি।
মুখে মৃদু হাস অধরে বালভাষ,
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হও বল ভক্তেরে
গোলকের চাঁদ ব্রজানন্দ বিলাইতে প্রেমানন্দ
ভ্রমিতেছে দ্বারে দ্বার পাপী তাপী আয়রে : ২

—*—

শ্রীবরদা সুন্দর ভৌমিক